দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 0 7 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর ধরে জমে থাকা সনদের পাহাড় ভাঙছে

**মোশতাক আহমেদ ॥** অবশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চৌদ্দ বছর ধরে জমা পড়া পাহাড়প্রমাণ মূল সনদের জটলা ভাঙ্গতে শুরু করেছে। চৌদ্দ বছরে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর মূল সনদ বিতরণের কাজ শুরু করার মাধ্যমে এই জটলা ভাঙছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কলেজে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সনদ পাঠিয়ে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম পরীক্ষায় (১৯৯৩) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সনদ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ। তিনি জানান, ৯৪ সালে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের কাজও চলছে। এর পর ৯৫ সালের মূল সনদ বিতরণ শুরু করা হবে। তাঁর ভাষায়, এই প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর মূল সনদ সংশ্লিষ্ট কলেজে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কলেজ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, সেশনজট নিরসন, দ্রুত পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং সনদ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ২১ অক্টোবর ১৯৯২ সালের ৩৭ নং অধ্যাদেশ মারফত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের সংখ্যা প্রায় ষোলো শ'। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্যত তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং শুরু থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে চলছে বহুমুখী দুর্নীতিসহ নানা অনিয়ম। গত পাঁচ বছরে নিয়োগ কেলেঙ্কারি, নারী কেলেঙ্কারি সীমাহীন দুর্নীতি ও দলীয়করণের কারণে এই প্রতিষ্ঠানটির মান-মর্যাদা এখন তলানিতে নেমেছে। তার ওপর প্রতিষ্ঠার পর মূল সনদ বিতরণ না করার বিষয়টি ছিল সবচেয়ে সমালোচিত বিষয়।

সূত্রমতে, দেশের অনার্স, মাস্টার্স এবং গ্রাজুয়েশনসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রায় অর্ধকোটি ছাত্রছাত্রী ১৯৯৩ সাল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিয়েছে। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় ১৪ লাখ পরীক্ষার্থী। জরুরী প্রয়োজনে নানা হয়রানির পর সাময়িক সনদ সংগ্রহ করলেও এসব শিক্ষার্থী মূল সনদ পায়নি দীর্ঘদিনেও। এতে মূল সনদের পাহাড় জমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদ বিতরণের কথা বললেও সমাবর্তন করতে পারেনি। তাছাড়া শুধু একটি সমাবর্তনের মাধ্যমে পাহাড়সম শিক্ষা সনদ বিতরণও সম্ভব নয়। এতে শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরি জীবনের মাঝামাঝি এসেও অনেকে অর্জিত শিক্ষার মূল সনদ দেখতে পারেননি। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গত ১৪ বছর ধরেও প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মূল সনদ না পাওয়ার ঘটনাটিকে অনেকে নজিরবিহীন ব্যর্থতা বলেও অবহিত করে আসছিলেন। অবশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তীর্ণ প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর মূল সনদ বিতরণ শুরু করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে সমাবর্তন ছাড়াই দীর্ঘদিন পর সনদ পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। প্রসঙ্গত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আজ পর্যন্ত কোন সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীম জানান, ১৯৯৩ ব্যাচের উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে চল্লিশ হাজার মূল সনদ ইতোমধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকিগুলোও পাঠিয়ে দেয়া হবে। তিনি জানান, ১৯৯৪ ব্যাচেরও প্রায় এক লাখ মূল সনদ প্রস্তুত আছে। সেগুলোও যথাসময়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তিনি আরও জানান, মূল সনদের একাংশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্বাক্ষর থাকবে। আর বাকিগুলোতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর থাকবে।

## চৌদ্দ লাখ শিক্ষার্থীর মূল সনদ বিতরণ শুরু